টেলিভিশন সাংবাদিকতার

সহজ পাঠ

টেলিভিশন সাংবাদিকতার

সহজ পাঠ

শামীম আল আমিন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Television Sangbadikatar Sohoj Path by **Samim Al Amin**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 250.00
US $ 10
ISBN 978 984 95130 4 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
আমার প্রিয় শিক্ষক।

ভূমিকা

ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতার বয়স দুই দশকের। এই সময়টায় কাজ করেছি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল, রেডিয়োতে কাজ করেছি। তবে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করছি টেলিভিশনে। রিপোর্টার থেকে শুরু করে প্রেজেন্টার; এমনকি সংবাদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপালন করেছি; এখনো করে যাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হওয়ার পরও গভীরভাবে যুক্ত রয়েছি সাংবাদিকতার সঙ্গে। দেশের সাথে আমার যুক্ততা আরও দৃঢ় করেছে সাংবাদিকতা। সেইসাথে প্রবাসেও বাংলা ভাষার কয়েকটি টেলিভিশন গড়ে তোলার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারাটাও আমার জন্য ভীষণ গৌরবের। আর এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকতার ওপর তিনটি বই লিখেছি আমি। আমার লেখা বইগুলো বহুল পঠিত ও পাঠকনন্দিত। যে কারণে আমি এক ধরনের ভালোলাগা বোধ করি সব সময়। মনে হয়, একটা কিছু করতে পেরেছি। তবে এই বইটি মূলত টেলিভিশন সাংবাদিকতায় আগ্রহীদের জন্য। আগের তিনটি বই থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অধ্যায় নিয়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে বইটি অনেকের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে কেউ যদি টেলিভিশন সাংবাদিকতায় আগ্রহী হন, তাহলে এই বইটি সহায়তা দিতে পারে। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, টেলিভিশন সাংবাদিকতা করতে গেলেও, আগে সাংবাদিকতাটা বুঝতে হবে। অনুধাবন করতে হবে। সেইসাথে প্রযুক্তির মিশেলে নিজেকে করে তুলতে হবে যোগ্য। অনেক অনুশীলন করতে হবে। প্রতিনিয়ত সাধনা করে যেতে হবে। শেখার কোনো শেষ নেই। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা শিখি। তার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞ হই। তবে তার জন্য পথ দেখায় কেউ কেউ। নবীনদের জন্য বইটি তেমনি পথপ্রদর্শক হতে পারে।

শামীম আল আমিন
লং আইল্যান্ড, নিউইয়র্ক।

সূচিপত্র

টেলিভিশন সাংবাদিকতা ১১
সংবাদ উপাদান ১৫
সাংবাদিকের গুণাবলি ও কাজ ২৭
প্রতিবেদকের প্রস্তুতি ৪১
বার্তাকক্ষ : ২৪ ঘণ্টার সংবাদপ্রবাহ ৫১
টেলিভিশন প্রতিবেদকের যোগ্যতা ও গুণাবলি ৬৫
টেলিভিশন সংবাদ লেখার কৌশল ৭৩
সংবাদ উপস্থাপকের গুণাবলি ৮২
সংবাদ বুলেটিন সম্পর্কে ধারণা ৯৫
আরও যেসব জানতে হবে ১১০
বিকল্প গণমাধ্যমের ধারণা ১১৯

টেলিভিশন সাংবাদিকতা

প্রযুক্তি এখন পৃথিবীকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমনকি এখন পত্রিকা, রেডিয়ো কিংবা টেলিভিশনের অনেক সংবাদের উৎস এই মাধ্যমগুলো। বলা হয় এখন সবার ঘরে ঘরে টেলিভিশন। এরপরও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংবাদমাধ্যমের গুরুত্ব কিন্তু এতটুকু কমেনি। সংবাদের তেমনি একটি প্রভাবশালী মাধ্যম টেলিভিশন। একটা সময় টেলিভিশনকে বলা হতো "কথা বলা জাদুর বাক্স"। আবিষ্কারের প্রথম দিকটায় মানুষ অবাক বিস্ময়ে কেবল ভেবেছে, কীভাবে একটি বাক্স থেকে শব্দ ও ছবি একই সাথে বের হয়ে আসে। সাদাকালো যুগ পেরিয়ে রঙিন হয়েছে টেলিভিশনের দুনিয়া। এখন ছবি ও শব্দ সম্প্রচারে লেগেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া। চোখধাঁধানো উন্নতি হয়েছে টেলিভিশনে।

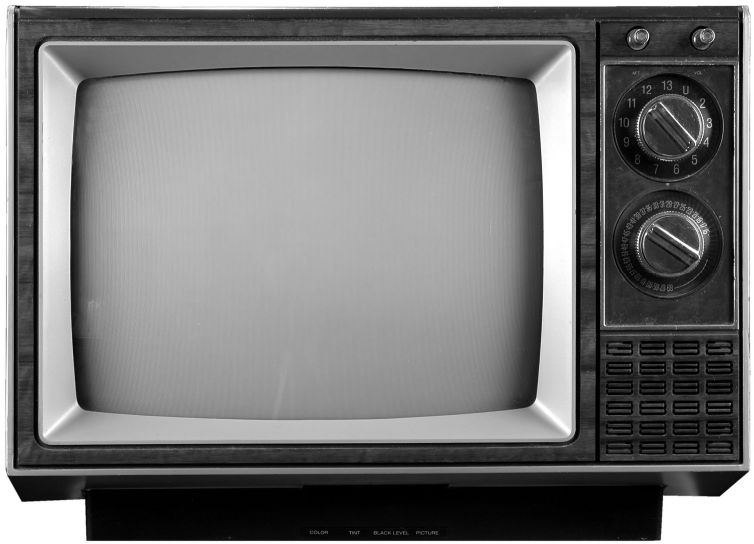

পুরোনো আমলের একটি টেলিভিশন। যদিও বর্তমানে টেলিভিশনে লেগেছে সর্বোচ্চ আধুনিকতার ছোঁয়া।

টেলিভিশন শব্দটি ইংরেজি থেকে এসেছে। মূলত প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'Tele' (ত্যালে অর্থাৎ 'দূর') এবং লাতিন শব্দ 'Vision' (ভিশন অর্থাৎ 'দর্শন') মিলিয়ে তৈরি হয়েছে টেলিভিশন শব্দটি। তাই টেলিভিশনকে কখনো বাংলায় দূরদর্শন যন্ত্রও বলা হয়। মানুষের বিনোদন জোগাতে বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার টেলিভিশন; যা রীতিমতো বিপ-ব ঘটিয়েছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Seeing is believing' কোনো কিছু কেবল শোনার চেয়ে; দেখার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। চোখে দেখলে মানুষ অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে চায়। আর এই জায়গাতেই টেলিভিশনের শক্তি। আর শক্তিশালী এই মাধ্যমটি কিন্তু একদিনে আবিষ্কৃত হয়নি। তবে বিশ্বের প্রথম কার্যক্ষম ইলেকট্রোমেকানিক্যাল টেলিভিশন আবিষ্কারের কৃতিত্ব জন লগি বেয়ার্ড (Jhon Logie Baird) নামের একজন স্কটিশ ইঞ্জিনিয়ারের। এ কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

টেলিভিশন যে কেবল বিনোদনের মাধ্যম; তা কিন্তু নয়। টেলিভিশন এখন শক্তিশালী একটি সংবাদমাধ্যমও বটে। আর সেখান থেকেই এসেছে টেলিভিশন সাংবাদিকতা। এ ধরণের সাংবাদিকতা মূলত সম্প্রচার সাংবাদিকতার একটি অংশ। এটিকে ইলেট্রনিক জার্নালিজমও বলা হয়। যেহেতু ছবি ও শব্দের মাধ্যমে সংবাদ তুলে ধরা হয়, তাই এই মাধ্যমে সম্প্রচারিত সংবাদের প্রভাব অত্যন্ড় গভীর। মানুষকে আন্দোলিত করে, শিহরিত করে; এমনকি কোনোকিছু বদলে ফেলার প্রেরণা জোগায়। সাফল্য, ব্যর্থতা, আন্দোলন-সংগ্রাম, রাজনীতি, অপরাধ, সংস্কৃতি, বিনোদন কিংবা খেলাধুলা; এ সবকিছুই টেলিভিশন সংবাদের উপাদান। আসলে কোনো ঘটনায় সংবাদের উপাদান থাকলেই, সেটা সংবাদ। তবে টেলিভিশন সংবাদের জন্য বাড়তি হিসেবে প্রয়োজন ছবি। সেটি হতে হয় চলমান চিত্র বা ভিডিয়োচিত্র। সেই সাথে মানুষের সাক্ষাৎকার, প্রয়োজনীয় ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক শব্দ, স্ক্রিপ্টে রিপোর্টারের ভয়েস। ভিডিয়ো না পাওয়া গেলে, অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থিরচিত্র অথবা

গ্রাফিক্স ব্যবহার করেও সংবাদ পরিবেশন করা হয়। সব প্রতিবেদনেই যে রিপোর্টারের ভয়েস যুক্ত হয়; তেমনটি নয়। এমন অনেক সংবাদ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়; যেগুলো সংবাদ উপস্থাপক পাঠ করে থাকেন।

টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, টিভি স্টেশনের স্টুডিয়োতে বসে সংবাদ উপস্থাপক মানুষের জন্য সংবাদ তুলে ধরছেন। গুর"ত্ব আছে এমন স্থানীয় সংবাদ থেকে শুর" করে আন্ড়র্জাতিক সংবাদ তুলে ধরা হয়। টেলিভিশনের জন্য অত্যন্ড় আকর্ষণীয় ব্রেকিং বা হঠাৎ আসা ভীষণ গুর"ত্বপূর্ণ সংবাদ। সেটিও পাঠ করতে দেখা যায় সংবাদ উপস্থাপককে। কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রাফিক্স ও লেখার মাধ্যমেও কিছু সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে একজন সংবাদ উপস্থাপক যখন সংবাদগুলো পাঠ করছেন, সেটা অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। এর পেছনে থাকে বিরাট একটি কর্মযজ্ঞ। আর সেটাই সংবাদ প্রবাহ।

সাংবাদিকদের কাজ সঠিক প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় উত্তর বের করে আনা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

টেলিভিশনে সাংবাদিকতা অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। রিপোর্টারকে যেমন ক্যামেরাম্যান-সহ পুরো একটি ইউনিট নিয়ে সংবাদ সংগ্রহের

জন্য বাইরে যেতে হয়, তেমনি ডেস্কে বসে যারা সংবাদ প্রস্তুত করছেন, তাদেরকেও নিতে হয় প্রযুক্তির সাহায্য। টেলিভিশন সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়া একটি মালা গাঁথার মতো। লিখে দেয়া স্ক্রিপ্ট কেউ সম্পাদনা করে দেন। এখানেই শেষ নয়। সেই স্ক্রিপ্টের সাথে ছবি বা ভিডিয়ো ফুটেজ যুক্ত করার কাজটি করে থাকেন ভিডিয়ো এডিটররা। আবার প্রযোজনার সাথে যুক্ত থাকা একদল সংবাদকর্মী এটিকে সম্প্রচারের সবদিক দেখভাল করে থাকেন। কোন সংবাদের পর কোনটি যাবে, কীভাবে যাবে সেটা ঠিক করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক। কেবল সংবাদ সংগ্রহ করে আনা নয়; অনেক ঘটনা সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজন হয়। আর এ সবকিছুই করা হয় সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। রিপোর্টার কিংবা প্রেজেন্টার হতে হলে অবশ্যই শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলার দক্ষতা থাকতেই হবে। আর টেলিভিশনে যেহেতু একজন রিপোর্টার, সংবাদ কিংবা অনুষ্ঠান সঞ্চালককে দেখা যায়, তাই তাকে দেখতেও হতে হবে আকর্ষণীয়। গোটা বইটিতে সহজ ভাষায় টেলিভিশন সাংবাদিকতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে শুরুতেই জানতে হবে সাংবাদিকতার কিছু মৌলনীতি সম্পর্কে। কেননা সাংবাদিকতার নীতিমালা না জানলে, এ নিয়ে দক্ষতা অর্জন না করলে, কোনো মাধ্যমেই কাজটি করা যাবে না।

সংবাদ উপাদান

একটি ঘটনা সংবাদপত্র, রেডিয়ো অথবা টেলিভিশনে প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে কি না তা নির্ভর করে ঐ ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত কিছু সংবাদযোগ্য উপাদানের ওপর। একটি সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক থেকে শুরু করে বার্তা সম্পাদক পর্যন্ত সব সংবাদকর্মী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনকার অগণিত ঘটনা থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই-বাছাই করে প্রকাশযোগ্য সংবাদ-কাহিনি নির্ধারণ করেন সংবাদ উপাদানের মানদণ্ডের বিচারে। ঘটনার মধ্যে নতুনত্ব, তাৎক্ষণিকতা, সতেজতা, দ্বান্দ্বিক অবস্থান এবং মৌলিকত্বের বিষয়গুলো একজন সংবাদকর্মী বিবেচনায় নিয়ে পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য এবং সংবাদধর্মী একটি ঘটনা উপস্থাপন করেন। এছাড়া নৈকট্য, আগ্রহ, স্থায়িত্ব, আকার এবং আবেদনময় কিছু বিষয় সংবাদ উপাদান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এসবই হচ্ছে সংবাদের উপাদান, যা সংবাদ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

কার্ল ওয়ারেনের মতে, শুধু একটি উপাদান দিয়ে সব সময় সংবাদ গড়ে ওঠে না। একটি সংবাদের মধ্যে অনেকগুলো উপাদানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে এবং এসব উপাদান পর্দার আড়ালে থেকেই সংবাদের অস্তিত্ব বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে কার্ল ওয়ারেন তাঁর 'মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং' গ্রন্থে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'Several usually form a mosaic within a single story and they appear in many disguises.' *[কার্ল ওয়ারেন, মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং, পৃষ্ঠা ১৫]*

সংবাদমূল্য (News Value)

আমরা আগেই বলেছি আমাদের চারপাশে সংঘটিত সব ঘটনা সংবাদ হিসেবে পত্রিকার পাতায় গুরুত্ব পায় না। একটি ঘটনার মধ্যে

সাধারণত মৌলিক তিনটি বিষয় না থাকলে তা সংবাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে না। এগুলো হচ্ছে :

ক. **প্রচ্ছন্ন আবেদন বা প্রভাব :** একটি ঘটনাকে সংবাদ হতে হলে তা অবশ্যই সমাজের বৃহৎ অংশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বা সমাজের অগণিত লোক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ছয়টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলপ্রকাশের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কারণ ফলপ্রকাশের ঘটনার দ্বারা শুধু পরীক্ষার্থীই নয়, বরং তার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনরাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবেন।

খ. **অসাধারণ বা ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় :** আমাদের চারপাশে কদাচিৎ অসাধারণ বা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটে। আর ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনার প্রতি মানুষের আগ্রহ একটু বেশিই থাকে। এ প্রসঙ্গে মেলভিন মেনচার তাঁর 'বেসিক নিউজ রাইটিং' গ্রন্থে একটি চমৎকার উক্তি করেছেন, 'One of the oldest definitions of news says that when a dog bites a man, it isn't news, but when a man bites a dog, it is news. The interruption in the expected, the different make news. If something makes a reporter stop and stare, wonder, exclaim, then the reporter knows that what he or she is looking at in news worthy.'

অর্থাৎ সংবাদের একটি প্রাচীন সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, কুকুর মানুষকে কামড়ালে তা সংবাদ হয় না কিন্তু মানুষ কুকুরকে কামড়ালে তা সংবাদ হয়ে যায়। অপ্রত্যাশিত এবং ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় আলোড়ন সৃষ্টি করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবাদ-কাহিনির জন্ম দেয়। কোনো ঘটনার মুখোমুখি হয়ে কেউ যদি বিস্মিত হয়, হোঁচট খায় কিংবা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ ঘটনার মধ্যে সংবাদ মূল্যসংবলিত কোনো উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রিকশাওয়ালা আকবরের হঠাৎ করে গায়ক হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার ঘটনা আমাদের কাছে অবশ্যই একটি অসাধারণ বা ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়।

[মেলভিন মেনচার, বেসিক নিউজ রাইটিং, পৃষ্ঠা ৫৪]

গ. **খ্যাতি বা ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা (Prominence or enviable popularity) :** দেশ, সমাজ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা, জনপ্রিয়তা এবং সৃজনশীলতার অধিকারী যে-কোনো মানুষের যে-কোনো বিষয়ে মন্ড়ব্য বা তার প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলির প্রতি মানুষের আগ্রহের পরিমাণ অসীম। তাই মেলভিন মেনচার তাঁর 'বেসিক নিউজ রাইটিং' গ্রন্থে বলেছেন, 'People who are well known or who have positions of authority are said to be prominant... . They may be politicians or car dealers, Priests or labour leaders, entertainers or cabinet members... . Names make news.' *[মেলভিন মেনচার, বেসিক নিউজ রাইটিং পৃষ্ঠা ৫৫]*